গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.lddp.portal.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.১৪৪.২১-২৪৮

তারিখ ঃ২৪/০২/২০২২ খ্রিঃ

প্রাপক ঃ **উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা**

বিষয় ঃ **প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (LDDP) হতে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহকৃত কৃমিনাশক ঔষুধ ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রকল্প দপ্তর হতে ০৪ (চার) প্রকারের কৃমিনাশক (**রেনাডেক্স, ট্রিমাসিড, হেলমেক্স ও লিভল-৪ বোলাস**) ঔষুধ উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ঔষুধ সমূহ নিম্নরূপ ভাবে বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে ঃ-

১. কৃমিনাশক ঔষুধ সমূহ উপজেলাধীন পিজি সদস্যের গবাদিপশু, ছাগল ও ভেড়ার জন্য বিতরণ করা যাবে।
২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং তার অধীন কর্মকর্তা, কর্মচারী (এলএসপিসহ) এর মাধ্যমে আগামী ১০/০৩/২০২২ ইং তারিখের মধ্যে খামারী পর্যায়ে ঘরে ঘরে বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে।
৩. বিতরণকৃত ঔষুধ ও খামারের তথ্য তাৎক্ষনিকভাবে "ওডিকে কালেক্ট এপ্স" এর মাধ্যমে বিতরণের সময় সংগ্রহ করতে হবে। ওডিকে কালেক্ট এপ্স সম্পর্কে Monitoring Officer (MO) সংশ্লিষ্ট উপজেলার LEO-দের ওরিয়েন্ট করবেন। তথ্যাদি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তার দপ্তরে সংরক্ষণ করবেন।
৪. বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তার অফিসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিতরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
৫. কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণের উপর প্রতিটি উপজেলা হতে কমপক্ষে ০৩ (তিন) টি ছবি (সফট কপি আকারে) প্রকল্প দপ্তরের নিম্নেবর্ণিত ই-মেইল নম্বরে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন।
৬. সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প দপ্তর হতে প্রেরিত কৃমিদমন কর্মসূচীর উপর প্রস্তুতকৃত ফোল্ডার বিতরণ করবেন।

এমতাবস্থায়, আপনার উপজেলায় কৃমি মুক্তকরণ কর্মসূচী-এর সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

28/02/2022
(মোঃ আব্দুর রহিম)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প
ফোন ঃ ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ই-মেইল ঃ lddp@dls.gov.bd

সংযুক্তি ঃ কৃমিনাশক ঔষধ বিতরনের গাইডলাইন।

সংযুক্তি ঃ আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহ প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

২। পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

৩। পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর (সকল), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

৪। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সকল), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ-Deworming কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের অনুরোধ করা হল।

৫। অফিস কপি।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, বাংলাদেশ।

গবাদিপশুর কৃমি মুক্তকরণে কৃমিনাশক বিতরণ নির্দেশনা

কৃমি রোগ গবাদিপশুর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সংক্রামক রোগ। বিশ্বব্যপী গবাদিপশুর কৃমিরোগ থাকলেও বিভিন্ন কারনে বাংলাদেশে গবাদিপশুতে কৃমির প্রকোপ অত্যাধিক। কৃমির কারনে গবাদিপশুর দুধ ও মাংস উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস এবং বাছুর মারা যাওয়ার কারণে খামারী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সে বিবেচনায় গবাদিপশুর মলিককে তার পশু-পাখির জন্য সর্বদা সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃমির প্রকার ঃ

গবাদিপশু কৃমির আকৃতিগত কারনে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন - গোল কৃমি, পাতাকৃমি বা কলিজা কৃমি এবং ফিতা কৃমি। প্রত্যেক ভাগের আওতায় আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে কৃমি আছে।

চিকিৎসা ঃ

কৃমি রোগে আক্রান্ত পশুকে প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ মত কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। কৃমির প্রকার ভেদে কৃমিনাশক ঔষধ পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। বর্তমানে চার প্রকার বিতরণযোগ্য ঔষধ আছে-

ক্রঃ নং	ঔষধের নাম	কোন্ প্রকার কৃমির জন্য	মাত্রা	মন্তব্য
১.	রেনাডেক্স (ট্রাইক্লাবেনডাজল-৯০০মিগ্রা+লিভামিসল৬০০মিগ্রা)	গোলকৃমি ও কলিজাকৃমি	১ বোলাস /৪০ - ৭৫ কেজি ওজনের জন্য	গরু, মহিষ
২.	ট্রিমাসিড (অক্সিবেনডাজল বিপি-১০০০)	পাতাকৃমি বা কলিজাকৃমি, রুমেন ফ্লুক	১ বোলাস /৭০-১০০ কেজি ওজনে জন্য	গরু, মহিষ
৩.	হেলমেক্স বোলাস (অলবেনডাজল- ৬০০ মিগ্রা:)	গোল কৃমি, ফিতা কৃমি	গরু/মহিষ-১ বড়ি/৪০-৭০কেজি, ছাগল/ভেড়া-২০-২৫কেজি	গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কুকুর,
৪.	লিজল-৪ (ট্রাইক্লাবেনডাজল-২২৫মিগ্রা+লিভামিসল-১৫০মিগ্রা)	গোলকৃমি ও কলিজাকৃমি	১ বোলাস /২০ কেজি ওজনের জন্য	ছাগল, ভেড়া,

কৃমিরোগ প্রতিরোধ:

- দুগ্ধ পোষ্য বাছুর ব্যাতিরেকে সকল পশুকে বছরে দুইবার নিয়মিত কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে সেক্ষেত্রে বর্ষা ও শীত মৌসুমের পূর্বে ঔষধ খাওয়ানো ভালো হয়।
- বাছুরের ক্ষেত্রে ২য় এবং ৪র্থ সপ্তাহ বয়সে কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়।
- গোয়াল ঘর নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। যেহেতু কৃমির ডিম পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খাবারের সাথে মিশে সুস্থ পশুকে আক্রান্ত করে, তাই দ্রুত গোবর সরিয়ে দুরে গোবরের পিটে ফেলে দেয়া উচিৎ।

সাবধানতা ও সতর্কতা:

- অসুস্থ্য পশুকে কৃমির ঔষধ দেয়া যাবে না।
- অতি দুর্বল পশুকে কৃমির ঔষধ প্রথমেই না দিয়ে সাহায্যকারী ঔষধ প্রথমে প্রয়োগ করতে হবে।
- সম্ভব হলে পায়খানা পরীক্ষা করিয়ে কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করা উচিৎ।
- পশুর দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তি করে কৃমির ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

- কিছু কিছু ঔষধ আছে যা দুধ দেয়া গাভীতে প্রয়োগ করলে অনেক গাভীর ক্ষেত্রে দুধ পাতলা হয়ে যায়।
- গর্ভবতী পশুকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো যাবে না।
- কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগের তথ্য সঠিকভাবে কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগের কার্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

বিতরণ পদ্ধতি:

১। প্রকল্পের সুফলভোগীর গবাদিপশুর জন্য কৃমিনাশক বিনামুল্যে নির্ধারিত মাত্রায় বিতরণ করতে হবে।

২। অতিরিক্ত ঔষধ সুফলভোগীর খামারীর পার্শবর্তী খামারের পশুর জন্য বিতরণ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত খামারী পরোক্ষ সুফলভোগী হিসাবে বিবেচিত হবেন।

৩। যে সকল উপজেলায় পিজি তালিকা এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত হয়নি এবং প্রক্রিয়াধীন আছে সে সকল উপজেলায় সম্ভাব্য সুফলভোগীর গবাদিপশুর জন্য কৃমিনাশক বিতরণ করতে হবে। একইভাবে পার্শবর্তী খামারী পরোক্ষ সুফলভোগী হিসাবে বিবেচিত হবেন।

৪। ঔষধ প্রাপ্তির পর ২ সপ্তাহের মধ্যে খামারীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঔষধ বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলভোগী হিসাবে কোবো টুল্‌স এর মাধ্যমে তথ্য পেরণ করতে হবে।

৫। কৃমিদমন কর্মসূচীর উপর প্রস্তুতকৃত ফোল্ডার বিতরনের মাধ্যমে খামারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

৬। প্রকল্পের আওতায় বছরে দুবার কৃমিনাশক ঔষধ বিতরন অব্যহত থাকবে।

28/02/2022

Md. Abdur Rahim
Project Director (Joint Secretary)
Livestock and Dairy Development Project (LDDP)
Department of Livestock Services (DLS)